সংবাদ

14 SEP 2009

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ডিজিটাল পদ্ধতির ভর্তি ব্যবস্থা করতে হবে

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার শুরুর পর এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিও ডিজিটাল পদ্ধতিতে যাচ্ছে। এটি একটি ভাল খবর। খবরটি সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতির কিছু কিছু বাস্তবায়িত হচ্ছে দেখে খুশি হওয়ার চেয়েও বড় কথা হলো এতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দুর্ভোগ লাঘব হবে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ভর্তি হওয়ার দুর্ভোগ যে কী দুর্ভোগ সেটা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে। অর্থ, শ্রম তো স্রোতের মতো যায়ই, সেই সঙ্গে দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আসা শিক্ষার্থীদের নানা ধকল আর যন্ত্রণা একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থার সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্টদের জন্য। যারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিকটবর্তী শহরগুলোতে থাকে তাদের ধকল থাকা-খাওয়ার সুবিধার জন্য অবশ্য একটু কম।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অনলাইন পদ্ধতি এবং মোবাইল ফোনের ব্যবহারে নিয়ে আসার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। ভর্তি ফরম বিতরণ, জমা প্রদান, ভর্তি ফি সংগ্রহ, ভর্তি-পরীক্ষার আসন বিন্যাস ও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই নির্দেশের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ খুব শিগগির কতটা কী করতে পারল সেটা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। এই বিষয়ে টালবাহানা ও গড়িমসি যাতে না হয় তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তৎপর থাকতে হবে। আমাদের দেশে অনেক সময়ই অদক্ষতার জন্য এবং যথাযথ তৎপরতার অভাবে অনেক কাজই শেষ পর্যন্ত ঠিক সময়ে হয়ে ওঠে না। কিন্তু এক্ষেত্রে সে রকম কিছু ঘটবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। দ্রুত নিজ নিজ ওয়েবসাইট খুলে তাতে ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি ভর্তি পরীক্ষার ফরম ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অনলাইনে ফরম জমা দেয়ার প্রক্রিয়াটিও শুরু করুক তারা। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অথবা অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার ফি গ্রহণ করার ব্যবস্থাও করে ফেলা দরকার একই সঙ্গে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়ার এই নতুন পদ্ধতি দ্রুত এবং সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হোক এটাই আমরা চাই। এই সঙ্গে আমরা আরও চাই যে শুধু একটি-দুটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কলেজসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ভর্তির সব প্রকার সুযোগ-সুবিধা অনলাইনে বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে করতে হবে। সন্দেহ নেই, ভর্তি হওয়ার দীর্ঘদিনের ধকল ও যন্ত্রণা এবং একই সঙ্গে আমাদের দরিদ্র মানুষের পকেটের পয়সার অনেক সাশ্রয় এতে হবে। আমাদের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা আশা করি ডিজিটাল পদ্ধতির এই ভর্তিতে আনন্দ পাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তিতেও যুক্ত হবে একটি নতুন মাত্রা।